দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 07 JUN 1995
পৃষ্ঠা কলাম

নিবিড় ভাষা পরিচয় ঃ প্রাথমিক শিক্ষার একটি উদ্ভাবনমূলক কর্মসূচী

শিক্ষার অন্যতম বাহন ভাষা শিশুর নিকট দুর্বোধ্য হলে সে আনন্দদায়ক বিষয়ও সহজে শিখতে পারে না। শিক্ষকদের উচ্চারণ, কণ্ঠস্বর, অংগভংগি এবং উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষা সহজ উপায়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। সহজ উপায়ে ভাষা শিক্ষাদানের জন্য 'নিবিড় ভাষা পরিচয়' শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। 'নিবিড় ভাষা পরিচয়' শিক্ষা পদ্ধতি থাইল্যাণ্ডে ১৯৮৭ সালে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি বিদ্যালয়ে চালু করা হয়। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশী ফলপ্রসূ হওয়ায় বর্তমানে ২০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'থাই' এবং ইংরেজী' বিষয়ে উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

২। 'নিবিড় ভাষা পরিচয়' শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য ঃ

(ক) শিশুর ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করণ; (খ) শিশুর চিন্তা শক্তির বিকাশ সাধন করা ; (গ) পাঠে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে পাঠকে শিশুর নিকট আকর্ষণীয় করা ; (ঘ) শিশুর মধ্যে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতার উন্নয়ন করা ; (ঙ) জড়তা দূর করা ; (চ) দলীয় কাজের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলা।

৩। ১৯৯০ সালে ঢাকা রোটারী ক্লাবের পরিচালনায় বাংলাদেশ লিটারেসী প্রকল্পের 'নিবিড় ভাষা পরিচয়' শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে পরীক্ষামূলকভাবে সাভার, নারায়নগঞ্জ ও ঢাকার তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করা হয়। পরবর্তীতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অনুমোদনক্রমে ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ঢাকা মহানগরীর দুইটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি রেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর শিশুদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে ' নিবিড় ভাষা পরিচয়' শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঢাকা রোটারী ক্লাবের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন সহকারী পরিচালককে 'প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর' হিসাবে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি এই পদ্ধতির বিষয়ে থাইল্যাণ্ডে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এই কার্যক্রমটি চালু করার পূর্বে নির্বাচিত তিনটি বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীর শ্রেণী শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট তিনজন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, একজন পিটিআই এর ইনষ্ট্রাক্টর এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন শিক্ষা অফিসারসহ মোট ১১ জনকে সাত দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন উক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সহকারী পরিচালক।

৪। বাংলাদেশের বর্তমান প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি থেকে 'নিবিড় ভাষা পরিচয়' শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্যাপক ব্যতিক্রম রয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব চিন্তা শক্তির বৃদ্ধির সুযোগ থাকে। বিদ্যালয়ের প্রচলিত কার্যক্রম এবং জাতীয় শিক্ষা পাঠ্যসূচীর পাশাপাশি ছবি প্রদর্শন, অভিনয়, শব্দ কার্ড, নাচ-গান, আবৃত্তি, আকারে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি অবলম্বন করে ছাত্র/ছাত্রীদের মনোযোগ ও শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেকেরই প্রায় সমভাবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকে এবং খুবই অল্প সময়ে শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়।

৫। ভাষা শিক্ষা পরিচয়ের জন্য শিক্ষকরা তিন ধরনের বই অনুসরণ করেন, যথা ঃ (ক) গল্পের বই (খ) তথ্য বই (গ) ব্যবহারিক বই। এই পদ্ধতিতে টেকষ্ট বুক বোর্ডের অনুমোদিত বাংলা পাঠ্যপুস্তক 'আমার বই' এবং তার উপর ভিত্তি করে প্রণীত পাঁচটি গল্পের বই ও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঁচটি ব্যবহারিক বই অনুসরণ করে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৬। নিবিড় ভাষা পরিচয় শিক্ষা পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক ও ক্রিয়া ভিত্তিক, উভয় ক্ষেত্রে ৫টি পর্যায় অনুসরণ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে শিক্ষক ছবি দেখিয়ে গল্প বলেন। বার বার বলেন যাতে শিশুরা গল্প বুঝতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে গল্পটা শিক্ষার্থীর নিকট আনন্দদায়ক করার জন্য নাচ ও গানের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা গল্পটা বুঝতে পারছে কিনা তা জানার জন্য তাদের গল্পটা বলতে বলেন। এ পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করে দলীয় অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারেন। তৃতীয় পর্যায়ে শিক্ষক একটা বড় কাগজ বোর্ডে টানিয়ে শিক্ষার্থীদের গল্প বা কোন জিনিষ তৈরী করার জন্য কি কি উপকরণ এর প্রয়োজন তা' জিজ্ঞেস করেন, শিক্ষার্থীরা বলে এবং শিক্ষক তা' কাগজে লিখেন। এখানে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উত্তর দিবে। চতুর্থ পর্যায়ে যে বড় কাগজে শিক্ষক লিখেছেন ঠিক তার অনুরুপ করে যে কটি দলে শিক্ষার্থীদের ভাগ করবেন ঠিক সেই কয়টি শীটে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ কাগজের চার্টগুলো ভাগ করে দেবেন। শিক্ষার্থীরা দলে এ চার্ট দেখে পড়বে এবং পূর্বের ন্যায় ছবি আঁকবে। পঞ্চম পর্যায়ে শূনস্থান পুরণ, শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য গঠন, অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করণ ইত্যাদি কার্যাবলী শিক্ষক বর্ণকাড়, শব্দকার্ড, বাক্যকার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করে তুলেন।

৭। পরবর্তীতে উক্ত কার্যক্রম মূল্যায়ন করেন রোটারী ইন্টারন্যাশনাল এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী। রোটারী ইন্টারন্যাশনাল এর পক্ষে মূল্যায়ন করেন থাইল্যাণ্ডের ব্যাংককে অবস্থিত শ্রীনাখারিনউইরট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের অধ্যাপক ডঃ সাওয়ালাক রত্তনাভিচ। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, তিনটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষার দক্ষতার দিক থেকে কোন পার্থক্য নাই। তারা পড়তে, লিখতে এবং তাদের শিক্ষক ও অন্যান্যদের সাথে খুব সুন্দর করে মনোভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষক এবং বন্ধুদের নিকট তাদের নিজস্ব ধারণা স্পষ্টভাবে সাহসের সাথে বলতে পেরেছে। প্রতীয়মান হয় যে, তারা পাঠে আনন্দ লাভ করছে এবং দলগত কাজের মাধ্যমে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করছে।

৮। মূল্যায়ন রির্পোট, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, পরিদর্শক এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের মতামত পর্যালোচনা করে ১৯৯৫ সালে প্রথম শ্রেণীর 'বাংলা' এবং 'ইংরেজী' বিষয় পাঠদানের ক্ষেত্রে 'নিবিড় ভাষা পরিচয়' শিক্ষা পদ্ধতি সম্প্রসারণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অনুমোদনক্রমে ঢাকা মহানগরীর ২৫টি এবং ঢাকার বাহিরে ৫টি মোট ৩০টি বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে।

সমগ্র কার্যক্রমটি রোটারী ইন্টারন্যাশনাল এর আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ পদ্ধতির কার্যকারিতা বিষয়ে নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'নিবিড় ভাষা পরিচয়' শিক্ষা পদ্ধতি সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।